

# দানয়িলেরে পুস্তক - নম্বর সতরে

ভবষ্টিদ্বাণীমূলক যোগসূত্র: নবেখদুনজেরেরে সোনার মূর্তি এবং রববিারেরে আইন

Jeff Pippenger  
2023-12-12

সিস্টিার হোয়াইট প্রায়ই দুরা সমভূমির সোনার মূর্তটিকে রববিারেরে আইন হিসেবে চহ্নিতি করনে।

একটি মূর্তিপূজার সাবাথ স্থাপন করা হয়ছে, যমেন দুরার সমভূমিতে স্বরণমূর্তি স্থাপন করা হয়ছিলি। আর যমেন বাবলিরে রাজা নবেখদুনজেরেরে ফরমান জারিকরছিলিনে যে, যারা এই মূর্তির সামনে নত হয়ে উপাসনা করবে না, তাদেরে হত্যা করা হবে, তমেনি একটি ঘোষণা করা হবে যে, যারা রববিারেরে প্রথাকে শ্রদ্ধা করবে না, তাদেরে কারাবাস ও মৃত্যুদণ্ডে শাস্তি দেওয়া হবে। এভাবে প্রভুর সাবাথ পদতলে পষ্টি হয়। কনিতু প্রভু ঘোষণা করছেন, 'হায় তাদেরে, যারা অন্যায় বধিান জারিকরবে, আর যারা নজিদেরে নরিধারতি অত্যাচারেরে লখিন লখি' [যশাইয় ১০:১]। [সফেন্যা ১:১৪-১৮; ২:১-৩, উদ্ধৃত।] ম্যানুস্ক্রিপ্টি রলিজিসে, খণ্ড ১৪, ৯১।

এই নরিদষ্টি অংশে সিস্টিার হোয়াইট জফোনয়ার পুস্তকেরে উললেখ করছেন, এবং এতে তিনি দানয়িলে পুস্তকেরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়েরে ভবষ্টিদ্বাণীমূলক সংযোগে সংযোজন করনে। জফোনয়া উললেখ করনে যে ঈশ্বরেরে লোকেরে ফরমান জাররি আগে একত্রতি হবে। তিনি আরও একটি তুরীর বার্তার কথা বলনে, যা একটি সতরকতামূলক বার্তার প্রতীক, যা শহরসমূহেরে (রাষ্ট্রসমূহ) এবং মনিারসমূহেরে (গরিজাসমূহ) বরিদ্ধে নরিদশেতি। তিনি একটি সমাবেশে চহ্নিতি করনে, যা "সাত সময়"-এর একটি উপাদান; এটি ঘটে যখন লবীয় পুস্তকেরে ছাব্বিশি অধ্যায়েরে প্রার্থনা করা হয়। তিনি একটি "অবাঞ্ছতি জাত"ও চহ্নিতি করনে, একইসাথে জোর দয়িে বলনে যে ঈশ্বরেরে কার্যকর বচির রববিারেরে আইন দয়িে শুরু হয়ে খ্রিস্টেরে দ্বিতীয় আগমন পরযন্ত ক্রমে তীব্রতর হয়।

রববিার-আইনেরে ফরমানেরে আগে যা হবে, তা হলো পশুর মূর্তি গঠন। ঈশ্বরেরে লোকদেরে মধ্যযে যারা পূর্বে খাদ্যসম্বন্ধীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ছে, তাদেরে সামনে যে দৃশ্যমান পরীক্ষা এসে দাঁড়ায়, তা হলো পশুর মূর্তি গঠন। সে ফরমানেরে আগে—যা তৃতীয়টি (লেটিমাস পরীক্ষা)—ঈশ্বরেরে লোকদেরে, যাদেরে সফনয়া 'অকাঙ্ক্ষতি জাত' বলে চহ্নিতি করছেন, একত্রতি হতে আহ্বান করা হয়। ইযকেয়িলেরে প্রথম ভবষ্টিদ্বাণীটি হিলো সমবতে হওয়ার বার্তা; কনিতু এটি কবেল তাদেরে কষতেরে সম্পন্ন হয়, যারা নজিদেরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অবস্থাকে স্বীকার করে এবং লবীয় পুস্তকেরে ছাব্বিশি অধ্যায়েরে প্রার্থনা করে—যমেন দানয়িলে নবম অধ্যায়ে করছিলিনে।

প্রভুর মহাদবিস নকিটবরতী, নকিটবরতীই, এবং দ্রুত আসছে; প্রভুর দবিসেরে ধ্বনশিোনা যাচ্ছে; সেখানে পরাক্রমশালী ব্যকতি তীব্রভাবে বলিাপ করবে। সেই দিন করোধেরে দিন, বপিদ ও সংকটেরে দিন, উজাড় ও বরানতার দিন, অন্ধকার ও বষ্টিগতার দিন, মঘে ও ঘন অন্ধকারেরে দিন, দুরগবষ্টিতি নগরগুলির বরিদ্ধে ও উচ্চ মনিারগুলির বরিদ্ধে তুর্যধ্বনি ও সতরকতার দিন। আর আমা মানুষেরে উপর সংকট আনব, যাতে তারা অন্ধদেরে মতো চলবে, কারণ তারা প্রভুর বরিদ্ধে পাপ করছে; তাদেরে রক্ত ধূলেরে মতো ঢলে দেওয়া হবে, আর

তাদের মাংস গোবরের মতো হবে। প্রভুর ক্রোধের দিনে তাদের রৌপ্য বা স্বর্ণ কনোটাটাই তাদের উদ্ধার করতে পারবে না; বরং তাঁর ঈর্ষার অগ্নিতে সমগ্র দেশে গ্রাসিত হবে; কারণ দেশে বসবাসকারী সকলেরই তিনি দ্রুত সমূল বিনাশ সাধন করবেন। একত্র হও, হ্যাঁ, একত্রিত হও, হে অনাকাঙ্ক্ষিত জাতি; আদেশে কার্যকর হওয়ার আগে, দিন তুষের মতো উড়ে যাওয়ার আগে, প্রভুর প্রচণ্ড ক্রোধ তোমাদের উপর আসার আগে, প্রভুর ক্রোধের দিন তোমাদের উপর আসার আগে। হে পৃথিবীর সকল নম্রজন, যারা তাঁর বধিান পালন করছে, তোমরা প্রভুকে খুঁজো; ধার্মিকতা খুঁজো, নম্রতা খুঁজো; হয়তো তোমরা প্রভুর ক্রোধের দিনে আড়াল পাবে। সফনয়ি ১:১৪-২:৩।

শাস্ত্রের "বীরপুরুষ" বলতে ক্షমতালী একজন মানুষকে বোঝায়, এবং প্রথম "বীরপুরুষ" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে গদিয়ি়োনকে।

সদাপ্রভুর এক দূত ওফরার এক ওক গাছের নীচে এসে বসলেন, যা আবয়িজেরী যোয়াশরে ছিল; আর তার পুত্র গদিয়ি়োন মদিয়ানীয়দের থেকে লুকাতের দ্রাক্ষাচাপাঘরে গম মাড়াই করছিল। সদাপ্রভুর দূত তাঁকে দেখে দয়ি়ে বললেন, সদাপ্রভু তোমার সঙুগে আছেন, হে পরাক্রমশালী বীর। গদিয়ি়োন তাঁকে বলল, হে আমার প্রভু, যদি সদাপ্রভু আমাদের সঙুগে থাকেন, তবে কেন এ সব আমাদের ওপর ঘটছে? আর তাঁর সেই সব আশ্চর্য কাজ কোথায়, যগুলোর কথা আমাদের পতিপুরুষেরা আমাদের বলছিলেন, "সদাপ্রভু কি আমাদের মশির থেকে বের করে আনেননি?" কিন্তু এখন সদাপ্রভু আমাদের ত্যাগ করছেন এবং আমাদের মদিয়ানীয়দের হাতে সমর্পণ করছেন। সদাপ্রভু তাঁর দিকে চয়ে বললেন, এই তোমার শক্তিতে যাও, আর তুমি মদিয়ানীয়দের হাত থেকে ইস্রায়লকে উদ্ধার করবে; আমি কি তোমাকে পাঠাইনি? সে তাঁকে বলল, হে আমার প্রভু, আমি কিসি ইস্রায়লকে উদ্ধার করব? দেখুন, মানশে-গোত্রের আমার পরবার সবচয়ে দরদির, আর আমি আমার পতিগৃহে সবচয়ে ছোট। সদাপ্রভু তাঁকে বললেন, নশ্চয়ই আমি তোমার সঙুগে থাকব, আর তুমি মদিয়ানীয়দেরকে যেনে তারা একজন মানুষ, তমেন করে আঘাত করবে। বচারকগণ ৬:১১-১৬।

সফনয়ি়া 'পরাক্রান্ত বীর'—যনি গদিয়ি়োনও—তকিতভাবে ক্রন্দন করতে বলা হয়েছে। "চৎকার" শব্দটি শেষে কালরে মধ্যরাত্রির আহ্বানের প্রতীক, এবং "তকিত" শব্দটি নিরিদশে করে ধার্মিক ক্షোভ। গদিয়ি়োন, অরথাৎ সফনয়ি়ার "পরাক্রান্ত বীর", হল সেই এলয়ি়াহের বার্তার প্রতীক যার দায়িত্ব হলো ঈশ্বরের লোকদের তাদের পাপ দেখিয়ে দেওয়া, এবং অবশ্যই তাদের পতিপুরুষদের পাপও।

গলা ছড়ে চৎকার কর, থমো না; রণতুর্যেরে ন্যায় তোমার কণ্ঠস্বর উঁচু কর; আমার প্রজাদের তাদের অপরাধ, আর যাকোবেরে গৃহকে তাদের পাপ জানাও। ইশাইয়া ৫৮:১।

সমস্ত নবী শেষে সময়ে পরস্পরের সঙুগে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাই ইশাইয়ার তুরীর বার্তাই জফোনয়ি়ার বীরপুরুষের 'চৎকার', যনি গদিয়ি়োন; এবং তাঁরা সবাই শেষে সময়ে এলয়ি়াহ-দূত এবং তাঁর কাজকে শনাক্ত করছেন। ইশাইয়াতে নমিনলখিতি পদগুলো তাদের পাপকে ধুষ্টতা হিসেবে চহ্নিতি করে, কারণ তারা বিশ্বাস করে যে তারা প্রকৃতপক্ষে প্রভুর উপাসনা ও সবে করছে।

তবুও তারা প্রতদিনি আমাকে খোঁজে, এবং আমার পথগুলি জানতে আনন্দ পায়, যেনে এক জাতি যারা ধার্মিকতা করে এবং তাদের ঈশ্বরের বধিান ত্যাগ করে না; তারা আমার কাছে ন্যায়বচারের বধিানসমূহ জানতে চায়; তারা ঈশ্বরের কাছে আসতে আনন্দ পায়। ইশাইয়া ৫৮:২।

পরাক্রমশালী মানুষেরে বসিাদময় আরতনাদই হলো মধ্যরাতরির আহ্বানরে বারতা, যার মধ্যে অন্তরভুক্ত রয়ছে এই প্রত্যাশে য়ে ১৮ জুলাই, ২০২০ প্রভুর বরিদ্ধে একটা দুঃসাহসী পাপ ছিলি, যার জন্ম অনুতাপ করা ও স্বীকারোক্তি করা আবশ্যিক। মধ্যরাতরির আহ্বানরে বারতার মূল বিষয়বস্তু হলো পশুর প্রতমির্তরি গঠন, এবং পরবর্তীতে ইসলাম দ্বারা প্রথমে যুক্তরাষ্ট্ররে ওপর, তারপর সমগ্র বশ্বরে ওপর, আরোপতি বচির।

যখন প্রকাশতি বাক্য এগারো অধ্যায়রে সাড়ে তনি দিনরে মরুভূমির শেষে লবীয় পুস্তক ছাব্বিশি অধ্যায়রে প্রার্থনা সম্পন্ন হব, তখন উৎকৃষ্ট ও নকিষ্ট পৃথক হযে যাবে। জুএগনী ও মুরখরা সোনাল তিলে পাবে কিংবা পাবে না, এবং তখন তারা গদিয়োনরে 'একজন মানুষ'-এর মতো হব। সফনয়ার মতে, রববার-আইনরে ফরমান জাররি আগে, গদিয়োন—যনি এলিয়াহ, যনি ইজকেয়িলে, যনি পরাক্রমশালী পুরুষ—তনি মধ্যরাতরির আহ্বানরে বারতা উপস্থাপন করবনে, ঈশ্বররে লোকদেরকে ২০২০ সালরে ১৮ জুলাইয়রে ভবিষ্যদ্বাণীতে অংশ নেওয়ার তাদরে পাপ দেখেয়ে দেওয়ার তকিততার সাথে মলিয়ে, এবং তা পুরোপুরি বিয়র্থ হওয়ার পরও সেই ভবিষ্যদ্বাণীকে ন্যায্যতা দেওয়ার তাদরে অযৌক্তিকি প্রচেষ্টাসহ।

সফনয়া শেষে দিনে ঈশ্বররে লোকদের একত্রতি হওয়ার কথাকে চহ্নতি করনে, যা রববাররে আইন ঘোষণার আগে ঘট। এই একত্রতি হওয়াকে ইজকেয়িলেরে সাতত্রশিতম অধ্যায়রে প্রথম ভবিষ্যদ্বাণীতেও উপস্থাপতি করা হযছে।

সুতরাং আমি যেরূপে আদর্শিট হইয়াছিলিম, সেইমতে ভাববাণী করলিম: আর আমি ভাববাণী করতি করতি শব্দ হইল, আর দেখে, কম্পন হইল, এবং অস্থসিমূহ প্রত্যকেটি তার নজি নজি অস্থরি সঙগে মলিতি হইল। আর আমি দেখিলিম, দেখে, তাদরে উপর স্নায়ু ও মাংস উঠলি, এবং উপর হইতে চর্ম তাদরে আচ্ছাদতি করলি; কনিতু তাদরে মধ্যে শ্বাস ছিলি না। ইজকেয়িলে 37:7, 8.

ইজকেয়িলে সেই শুকনো হাড়গুলোর উদ্দেশে ভবিষ্যদ্বাণী করছিলেন, যগুলো প্রকাশতি বাক্য অধ্যায় এগারোর সেই শহররে রাস্তায় মৃত অবস্থায় পড়ে ছিলি, য়ে শহরে আমাদরে প্রভুও ক্রুশবদিধ হযছিলেন। প্রথমে সেগুলো একত্র করা হয।

আর তাদরে মৃতদেহে সেই মহান নগররে রাস্তায় পড়ে থাকবে, যাকে আধ্যাত্মিকভাবে সদোম ও মশির বলা হয, যখনে আমাদরে প্রভুও ক্রুশবদিধ হযছিলেন। আর জনগণ, গোষ্ঠী, ভাষা ও জাতসিমূহ তাদরে মৃতদেহে তনি দিনি ও আধ দিনি ধরে দেখবে, এবং তাদরে মৃতদেহে কবরস্থ করতে দবে না। আর যারা পৃথিবীতে বাস করে তারা তাদরে নযি়ে আনন্দ করবে ও উল্লাস করবে, এবং একে অপরকে উপহার পাঠাবে; কারণ এই দুই নবী পৃথিবীতে বাসকারীদের যন্ত্রণা দয়িছিলি। প্রকাশতি বাক্য ১১:৮-১০।

সাড়ে তনি দিনি যখন সমাপ্তরি দকি়ে এগোচ্ছে, তখন তারা একত্রতি হচ্ছ। এই সাড়ে তনি দিনিটা মথা অধ্যায় পঁচশিরে 'অপেক্ষার সময়'কে নরিদশে করে, আবার এটি লবীয় পুস্তক অধ্যায় ছাব্বিশিরে 'সাত সময়'-এর ছড়িয়ে দেওয়াও বটে। যারা একত্রতি হযছে তারা পুরবে ছড়িয়ে পড়ছিলি, এবং সফনয়া তাদরেকে 'অনচ্ছিতি জাত' হিসেবে শনাকত করনে। এই অনচ্ছিতি জাত হিল তারা, যারা রাস্তায় মৃত অবস্থায় পড়ে ছিলি, যখন বশ্ব তাদরে মৃতদেহে নযি়ে আনন্দ করছিলি; কনিতু পরে তারা একত্রতি হয এবং শেষে দিনিগুলরি ড্রাগন-শক্তরি আক্রমণরে লক্ষ্যবস্তু জাততিে পরণিত হয; আর সেই ড্রাগন-শক্তিই নজিদেরে প্রধান হিসেবে টাইররে বশ্যাকে উঁচু করে তোল।

আসাফরে গান বা গীতসংহতি। হে ঈশ্বর, তুমি নীরব থেকে না; তুমি চুপ থেকে না, স্থির থেকে না, হে ঈশ্বর। কারণ, দেখে, তোমার শত্রুরা হট্টগোল তুলছে; যারা তোমাকে ঘৃণা করে তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তারা তোমার প্রজাদরে বিরুদ্ধে কূট পরামর্শ করেছে, এবং তোমার রক্ষতিজনদের বিরুদ্ধে পরামর্শ করেছে। তারা বলছে, 'এসো, আমরা তাদের জাতি হিসেবে নিশ্চিহ্ন করি, যাতো ইস্রায়লের নাম আর স্মরণে না থাকে।' কারণ তারা একমতে একত্রে পরামর্শ করেছে; তারা তোমার বিরুদ্ধে জোট বঁধেছে।  
গীতসংহতি ৮৩:১-৫।

তাদের অভ্যুত্থান হলে শেষে সময়ের আধ্বাতমকি ইস্রায়লকে নবুখদনজেরের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপে করা। যখন মৃত অস্থিগুলো প্রথম যশিয়ার 'কণ্ঠস্বর' শোনে, যে 'মধ্যরাত্রির আহ্বান'-এর বার্তা উচ্চস্বরে ঘোষণা করে, তখনও তারা সাড়ে তিন দিনের মরুভূমিতেই থাকে। এরপর তাদের সন্ধান নতিনে হব—খ্রীষ্ট যাকো পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই সান্ত্বনাকারীকে গ্রহণ করবে না প্রত্যাখ্যান করবে—যনি তাদের ২০২০ সালের ১৮ জুলাইয়ের পাপ সম্পর্কে দোষী সাব্যস্ত করেন।

সান্ত্বনা দাও, সান্ত্বনা দাও আমার জাতিকে, তোমাদের ঈশ্বর বলেন। যরীশালমেকের সান্ত্বনার কথা বল, তার কাছে ঘোষণা কর যে তার যুদ্ধ শেষ হয়েছে, তার অপরাধ ক্ষমা করা হয়েছে; কারণ তার সব পাপের জন্য সে প্রভুর হাত থেকে দ্বিগুণ শাস্তি পিয়েছে। মরুপ্রান্তরে একজনকে ডাক শোনা যায়: প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর, আমাদের ঈশ্বরের জন্য মরুভূমিতে সোজা এক রাজপথ তৈরি কর। প্রত্যেকে উপত্যকা উঁচু করা হবে, প্রত্যেকে পর্বত ও টিলা নীচু করা হবে; বাঁকা জায়গাগুলো সোজা হবে, আর বন্ধুর স্থানগুলো সমতল হবে। আর প্রভুর মহিমা প্রকাশিত হবে, এবং সমস্ত মানুষ একসঙ্গে তা দেখবে; কারণ প্রভুর মুখেই এই কথা বলা হয়েছে। ইশাইয়া ৪০:১-৫।

অরণ্যে আহ্বানকারী কণ্ঠের কাজকে চিহ্নিত করে যে পাঠাংশটি, সেখানে কিছু অত্মনত বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। তার বার্তা হবে খ্রিস্টের চরিত্রের এক প্রকাশের ওপর ভিত্তি করে; কারণ "মহিমা"—যা খ্রিস্টের চরিত্রই—প্রকাশিত হবে—এ কথায় তা বোঝানো হয়েছে। পরীক্ষাকালরে সমাপ্তির ঠিক আগে যে "যিশু খ্রিস্টের প্রকাশ" সলি খুলে দেওয়া হয়, তা আসলে খ্রিস্টের চরিত্রেরই সলি খোলা; এবং তা তাঁর চরিত্রের সেই উপাদানের মাধ্যমে উপস্থাপিত, যা "আলফা ও ওমেগা" হিসেবে পরিচিত। এটিও প্রকাশ পাবে যে তাঁর চরিত্রই "সত্য"।

আরেকটি বিষয় হলো যে, যখন সেই কণ্ঠস্বরের ডাকতে শুরু করে, তখনও সে সাড়ে তিন দিনের অরণ্যে রয়েছে, কারণ সে অরণ্যেই ডাকছে। ভবিষ্যদ্বাণীমতে, যখন তার কাজ শুরু হয়, তখন ইজকেয়িলের উপত্যকার মধ্যে দিয়ে যে রাস্তাটা চলে, সেই রাস্তায় দুই সাক্ষী তখনও মৃত। আরেকটি নিরিদৃষ্ট সত্য হলো, যখন সেই কণ্ঠস্বরের তার কাজ আরম্ভ করে, তখন সমগ্র বিশ্ব সেই বার্তায় প্রবিশোধিত পাবে। আরেকটি প্রযবেক্ষণ হলো, বার্তাটা দেওয়া হয় শেষে সময়ের সেই পর্বে, যখন খ্রিস্ট এক লক্ষ চ্যাললিশ হাজারের পাপ মুছে দিচ্ছেন, কারণ তাদের অপরাধ ক্ষমা করা হয়েছে। আরেকটি দুঃখজনক সত্য, যা 'লাইন পর লাইন' উন্মোচিত হয়, হলো যে কেবল তারাই সেই ক্ষমা পাবে, যা ঐ ইতিহাসে সম্পন্ন হচ্ছে, যারা সুসমাচারের শর্ত পূরণ করে।

শুধুমাত্র যারা লবীয় পুস্তক ছাব্বিশ অধ্যায়ের প্রার্থনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দাবিগুলোর প্রতি সাড়া দেবে, তাদের পাপ এবং তাদের পতির পাপ মোচন করা হবে, কারণ তারা 'তার সমস্ত পাপের জন্য দ্বিগুণ' পিয়ে থাকবে। প্রভুর 'হাত', যা তাদের পাপ এবং তাদের পিতৃদের

পাপরে সঙ্গে সম্পর্কতি, পুরথম হতাশার একটা প্রতীক; সেখানে প্রভু এমন একটা ভুলরে ওপর তাঁর হাত ঢেকে রেখেছিলেন, যা প্রথম হতাশা সৃষ্টি করছিলি। মলিরাইটদরে ইতিহাসে তাঁর হাত ঈশ্বরের লোকদরে একটা গোপন সত্য দেখতে বাধা দিছিলি। সেই ইতিহাসে তাঁর হাত তাঁর ঈশ্বরীয় বধিনরে প্রতীক ছলি। অন্তিমি কালতে তাঁর হাত ঈশ্বরের লোকদরে দ্বারা একটা প্রকাশতি সত্যরে প্রত্যাখ্যানক নরিদশে করে, এবং তখন তাঁর হাত তাঁর ঈশ্বরীয় বচিরক নরিদশে করে।

ইজকেয়িলেরে প্রথম ভবিষ্যদ্বাণীর বাণীতে মূতরা একত্রে গড়ে ওঠে, কনিতু তখনও তারা পরাক্রমশালী সনোবাহনী হসিবে দাঁড়ায়না। ইজকেয়িলে অধ্যায় সাততরশিরে দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী চার দকিরে বাতাস থেকে আসা শ্বাস এনে তা সম্পন্ন করে।

তখন তিনি আমাকে বললেন, বাতাসরে প্রতীভবিষ্যদ্বাণী করো, ভবিষ্যদ্বাণী করো, হে মানবপুত্র, এবং বাতাসকে বলো, 'প্রভু ঈশ্বর এই কথা বলেন: হে শ্বাস, চার দকিরে বাতাস থেকে এসো, এবং এই নহিতদরে ওপর শ্বাস দাও, যনে তারা জীবতি হয়।' তাই আমি তাঁর আদেশমতো ভবিষ্যদ্বাণী করলাম, এবং শ্বাস তাদের মধ্যে প্রবশে করল, এবং তারা জীবতি হল, এবং পায় দাঁড়াল—অতখনত বৃহৎ এক সনৈষবাহনী। তারপর তিনি আমাকে বললেন, 'হে মানবপুত্র, এই অস্থগিলেই ইসরায়েলেরে সমগ্র গৃহ; দেখো, তারা বল, "আমাদের অস্থগিলে শুকিয়ে গেছে, আমাদের আশা নষ্ট হয়েছে; আমরা সম্পূর্ণরূপে বচ্ছিন্ন হয়ে গেছি।" অতএব তুমি ভবিষ্যদ্বাণী করো এবং তাদের বলো, প্রভু ঈশ্বর এই কথা বলেন: হে আমার প্রজা, দেখো, আমি তোমাদেরে কবর খুলে দেবে, এবং তোমাদেরে কবর থেকে তুলে আনবে, এবং তোমাদেরে ইসরায়েলেরে দেশে নিয়ে যাবে। হে আমার প্রজা, যখন আমি তোমাদেরে কবর খুলবে এবং তোমাদেরে কবর থেকে তুলে আনবে, তখন তোমরা জানতে পারবে যে আমিই প্রভু। আর আমি তোমাদেরে মধ্যে আমার আত্মা দেবে, এবং তোমরা জীবতি হবে, এবং আমি তোমাদেরে তোমাদেরে নিজস্ব দেশে স্থাপন করবে; তখন তোমরা জানতে পারবে যে আমিই প্রভু কথা বলছে এবং তা সম্পন্ন করছে, প্রভু বলেন। ইজকেয়িলে ৩৭:৯-১৪।

ইজকেয়িলেরে ভাববাণীর সেই শ্বাসই সলিমোহরেরে বার্তা, কারণ তা চার দকিরে বাতাস থেকে আসে।

এই সবরে পরে আমি দেখিলাম, পৃথিবীর চার প্রান্ততে চারজন স্বর্গদূত দাঁড়াইয়া আছে, তাহারা পৃথিবীর চার বাতাসকে ধরিয়া রাখতিছে, যনে কোনো বাতাস না বয়—না পৃথিবীর উপর, না সমুদ্রের উপর, না কোনো বৃক্ষরে উপর। আর আমি পূর্ব দকি হইতে উঠতি আর এক স্বর্গদূতকে দেখিলাম, যার কাছে জীবন্ত ঈশ্বরেরে মোহর আছে; এবং সে উচ্চ স্বরে সেই চার স্বর্গদূতরে প্রতীচিৎকার করিয়া কহলি, যাহাদগিকে পৃথিবী ও সমুদ্রেরে কৃষতি করবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিলি, বললি, 'আমরা আমাদের ঈশ্বরেরে দাসদেরে কপালে মোহর না দেওয়া পর্যন্ত, তোমরা পৃথিবীকে, সমুদ্রকে, বা বৃক্ষসমূহকে কৃষতি করণি না।' প্রকাশতি বাক্য ৭:১-৩।

চার বাতাস পূর্ব দকি থেকে উঠে আসে, এবং ভাববাণীমূলকভাবে ইসলাম একই সঙ্গে 'পূর্বরে বাতাস' এবং 'পূর্বরে সন্তানরা'। ইজকেয়িলেরে 'শ্বাস', যা গঠতি দেহগুলোক 'একটি মিশান ও অতখনত বৃহৎ সনৈষদলে' পরণিত করে, সটেই সেই বার্তা যা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে সলি করে। প্রকাশতি বাক্য গ্রন্থরে সপ্তম অধ্যায়রে সলিমোহর দেওয়ার বার্তা পূর্ব দকি থেকেই উঠে আসে। সেই বার্তাই মধ্যরাতররি আহ্বানরে বার্তা, এবং জফোনিয়া এটকি তুর্যধ্বনি 'দুর্গবশ্চতি নগরসমূহরে বরিদ্ধে, এবং উচ্চ মনিরগুলোর বরিদ্ধে, সতর্কতা'

হসিবে চহ্নিতি করছেনে।

টাওয়ার গরিজার একটা প্ৰতীক।

দৃষ্টান্তে গৃহকরতা ঈশ্বরকে, দ্রাক্ষাক্ষতেরটা ইহুদা জাতিকে, আর বড়োটা তাদের রক্ষাকারী ঈশ্বরীয় বধানকে প্ৰতিনিধিত্ব করত। টাওয়ারটা ছিল মন্দরিরে প্ৰতীক। The Desire of Ages, 597.

বাইবেলেরে ভবষ্টিদ্বাণীতে একটা শহর হলো একটা রাজ্য। পোপতন্ত্রই "বাবলিন," "সহে মহান শহর"। ফ্রান্স এবং পরবর্তীতে মার্কানি যুক্তরাষ্ট্র হলো "সদোম ও মশির"-এর "মহান শহর"। যরিশালমে হলো "মহান শহর," যা স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ হয়। সফনয়িরে বার্তা শহর ও মনিরসমূহেরে বরিদ্ধে, অথবা গরিজা ও রাষ্ট্রেরে সংযুক্তরি বরিদ্ধে, যা সংজ্ঞা অনুযায়ী "পশুর মূর্তি"। এটা দানয়িলেরে দ্বিতীয় অধ্যায়েরে "গোপন" বার্তা।

রববার-আইনেরে ফরমান জারি হওয়ার ঠিক আগে—অর্থাৎ দানয়িলে পুস্তকেরে তৃতীয় অধ্যায়েরে নবুখদনজেরেরে সোনার মূর্তির পরীক্ষার অনুরূপ সময়ে—মূর্তি জগে উঠে এবং এক শক্তিশালী সনোদলে রূপান্তরিত হয়, যাতে চার্চ ও রাষ্ট্রেরে সংযুক্তরি গঠনকে চহ্নিতি করে এবং তার বরিোধিতা করে এমন বার্তা ঘোষণা করতে পারে; একই সঙ্গে এটা চহ্নিতি করে যে ইসলাম হল ঈশ্বর-পরকিল্পতি সহে হাতযিার, যা ব্যবহার করে ঈশ্বর অতীতেরে মতোই রববারেরে উপাসনা বলবৎকারীদেরে ওপর তাঁর বচির কার্যকর করনে। বার্তাটা জানায় যে, যখন মূর্তিটি সম্পূর্ণরূপে গঠিত হবে এবং পশুর চহ্নি বলবৎ করবে, তখন বচির কার্যকর হবে।

রববারেরে আইনেরে দিকে নিযে যায় এবং সেখানে গিয়ে পূরণতা লাভ করে এমন পশুর মূর্তির কথা দানয়িলেরে তৃতীয় অধ্যায়েরে সরাসরি উল্লেখ নেই; কিন্তু প্ৰথম ও দ্বিতীয় বার্তা ছাড়া তৃতীয় বার্তা হতে পারে না, কারণ দানয়িলেরে তৃতীয় অধ্যায়েরে উপস্থাপিত সত্যগুলোর প্ৰকাশেরে দানয়িলেরে দ্বিতীয় অধ্যায়কে অন্তর্ভুক্ত করতই হবে। দ্বিতীয় অধ্যায়েরে মূর্তির স্বপ্নেরে "রহস্য" ঈশ্বরেরে সহে লোকদেরে সনাক্ত করে, যারা নবুখদনজেরেরে পশুর মূর্তির জীবন-মৃত্যু সম্পর্কিত তাৎপর্য অনুধাবন করতে আসছেন।

পবতির যুক্তি বলে যে, নবুখদনজের যখন সদিধান্ত নলিনে যে তনিতার সোনার মূর্তির জন্ম একটা উৎসর্গ অনুষ্ঠান করবনে, তখন প্ৰথম মূর্তি নিরিমিত হওয়া আবশ্যিক, এবং অনুষ্ঠানে যে সঙ্গীত বাজানো হবে তার জন্ম বাদ্যশিল্পীদেরেও অনুশীলন করা দরকার। সুতরাং কিছু সময় ধরে খনন, ভিত্তি স্থাপন, মাচা তোলা, আর কর্মীদেরে আসা-যাওয়া—এসব নিযে অগ্রমি নিরিমাণ-প্ৰস্তুতি চলতে হয়ছে, এবং সহে প্ৰস্তুতই ছিল নবুখদনজেরেরে স্বপ্নেরে প্ৰথম মূর্তির গঠন; কিন্তু নবুখদনজেরেরে অহংকার স্থরি করল কেবেল একটা জন্তুর প্ৰথম মূর্তি গড়তে, বাইবেলীয় ভবষ্টিদ্বাণীর সব রাজ্যেরে নয়। সহে প্ৰথম মূর্তির নিরিমাণই হলো সহে পরীক্ষা, যা ঈশ্বরেরে লোকদেরে উত্তীর্ণ হতে হবে পরীক্ষাকাল শেষে হওয়ার আগে, এবং তারা মোহরপ্ৰাপ্ত হওয়ার আগে—সঙ্গীত বাজা শুরু হওয়ার আগেই।

পবতির যুক্তিবোধ আরও নিরিদশে করে যে শদ্রক, মশোক ও আবদেনগো ছিলনে না একমাত্র হবিরু দাস, যারা স্বর্গমূর্তির উৎসর্গেরে জন্ম আগাম প্ৰস্তুতি প্ৰত্যাখ্য করছেলিনে। তাঁরাই ছিলনে একমাত্র হবিরুরা, যারা ওই প্ৰস্তুতিগুলোর তাৎপর্যকে জীবন-মরণ সতরকতা হসিবে বুঝছেলিনে এবং আসন্ন সংকটেরে জন্ম নিজস্ব ব্যক্তিগত প্ৰস্তুতি নিযেছেলিনে।

এই প্রবন্ধের শুরুতে সিস্টার হোয়াইটের উদ্ধৃত অংশে, তিনি শিখু সফেনয়ার ফরমানকে নবেখাদনজেরের সোনার মূর্তিও রববারের আইনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখানই নয়, তিনি যশাইয়ার অধার্মকি ফরমানকেও চহ্নিতি করেন।

ধকি তাদরে, যারা অন্যায় বধিন জারকিরে, এবং যারা নজিদেের নরিধারতি দুঃসহ আদশে লখিে দেয়; যাতে তারা অভাবীদরে ন্যায়বচার থকেে সরয়িে দেয় এবং আমার জাতরি দরদিরদরে অধকির কড়েে নেয়—যাতে বধিবারা তাদরে শকির হয় এবং তারা পতিহীনদরে লুট করতে পারে! পরদিরশনরে দিনি এবং দূর থকেে আসা সেই ধ্বংসরে সময়ে তোমরা কী করব? সাহায্যরে জন্য তোমরা কার কাছে পালাব? এবং তোমরা তোমাদরে গোরব কোথায় রেখে যাবে? ইশাইয়া ১০:১-৩।

যশাইয়ার 'অধার্মকি ফরমান' হলো রববারের আইন, এবং এটি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য 'পরদিরশনরে দিনি' ও 'বনিশ', কারণ 'জাতীয় ধর্মত্যাগ'-এর পরই আসে 'জাতীয় সর্বনাশ'। যশাইয়ার মতে, রববারের আইনের সময়, যা নবেখাদনজেরের সোনার মূর্তিও বটে, সেই 'বনিশ' 'দূর থকেে আসবে'।

এটা স্মরণ করো, এবং পুরুষদরে মতো দৃঢ় হও; এটা আবার মনে আনো, হে অপরাধীরা। প্রাচীন কালরে বিষয়গুলো স্মরণ করো; কারণ আমি ঈশ্বর, আর কটে নেই; আমি ঈশ্বর, আমার মতো আর কটে নেই, আদতিইে শেষে ঘোষণা করি, আর প্রাচীনকাল থকেে যে বিষয়গুলো এখনও হয়নিসিগুলোকেও, বল: আমার পরামর্শ স্থরি থাকবে, এবং আমি আমার সমস্ত ইচ্ছা সম্পন্ন করব; পূর্ব দকি থকেে এক হিংস্র পাখকি ডাকি, দূরদশে থকেে সেই মানুষকে, যে আমার পরামর্শ কার্যকর করে; হ্যাঁ, আমি বলছি, আমি তা ঘটাব; আমি স্থরি করছি, আমিই তা করব। হে হৃদয়-কঠনিরা, যারা ধার্মকিতা থকেে দূরে, আমার কথা শোনো: আমি আমার ধার্মকিতাকে কাছে আনছি; তা দূরে থাকবে না, এবং আমার পরত্রাণ বলিম্ব করবে না; এবং আমি সিয়োনে পরত্রাণ স্থাপন করব, ইস্রায়লেরে জন্য আমার মহমি। ইশাইয়া ৪৬:৮-১৩।

ইশাইয়া এই অংশটকিে বলিম্বরে সময়রে শেষে স্থাপন করেন, কারণ তখন তাঁর 'পরত্রাণ' আর 'বলিম্ব করবে না'। এটি প্রকাশতি বাক্য অধ্যায় ১১-এর সাড়ে তিনি দিনরে শেষে ঘটবে। বলিম্বরে সময়রে সমাপ্তি চহ্নিতি হয় মধ্যরাতরে আহ্বানরে বার্তার আগমনে, যখন ইজকেয়িলেরে মহান সনোবাহনী উঠে দাঁড়ায়। তারা যখন দাঁড়ায়, তখন তারা প্রকাশতি বাক্য অধ্যায় ১১-এ এক পতাকার মতো উত্তোলতি হয়।

আর তিনি দিনি ও অর্ধকে পর ঈশ্বররে কাছ থকেে জীবনরে আত্মা তাদরে মধ্যে প্রবশে করল, এবং তারা উঠে দাঁড়াল; আর যারা তাদরে দেখল তাদরে উপর মহাভয় নমে এল। আর তারা স্বর্গ থকেে এক প্রবল কণ্ঠস্বর শুনল, যা তাদরে বলছিল, "উপরে উঠে এখানে আসো।" আর তারা মঘেরে মধ্যে স্বর্গে আরোহণ করল; আর তাদরে শত্রুরা তাদরে দেখল। আর সেই একই সময়ে এক মহাভূমকিম্প হলো, এবং শহররে দশভাগরে একভাগ ধ্বংস হয়ে গেলে, এবং ভূমকিম্পে সাত হাজার মানুষ নহিত হলো; আর অবশিষ্টরা আতঙ্কতি হলো, এবং স্বর্গরে ঈশ্বরকে মহমি দলি। দ্বিতীয় বপিদ অতীত হয়েছে; দেখে, তৃতীয় বপিদ দ্রুত আসছে। প্রকাশতি বাক্য ১১:১১-১৪।

প্রকাশতি বাক্য একাদশরে দুই সাক্ষী সেই ভূমকিম্পরে একই ঘন্টায়—যা হলো রববারের আইন—নশানরূপে স্বর্গে আরোহণ করে। সেই সময়ে, অথবা যোহনেরে ভাষায়, "সেই ঘন্টায়," যশাইয়ার ছেলেলশিতম অধ্যায় অনুসারে, ঈশ্বর "ওই মানুষ"-কে ডেকে নেনে যনি তাঁর পরামর্শ কার্যকর করেন, যনি আবার "পূর্বদশে হতে আগত এক হিংস্র পাখি" ওই হিংস্র

পাখি—অর্থাৎ সেই “মানুষ” যাকে ঈশ্বর তাঁর পরামর্শ কার্যকর করতে ব্যবহার করেন—“দূর দশে” থেকে আসে। যশাইয়ার দশম অধ্যায়ে, “অধার্মিকি ফরমান”-এর সময়ে, যা হলো রববারের আইন, যুক্তরাষ্ট্রের “বনিশ” আসে “দূর” থেকে। “পূর্ব” ইসলামের প্রতীক, কারণ ভাববাণীতে তাদের উভয়ই “পূর্বের সন্তানরা” এবং “পূর্ব বায়ু” বলা হয়েছে। ভাববাণীতে “পাখি” একটি ধর্মকে বোঝায়, যমেন বাবলিকে ঘৃণ্য ও অপবিত্র পাখিতে পূর্ণ এক খাঁচা হিসেবে দেখানো হয়েছে। যে “হিস্র পাখি” পূর্বের এক দূর দশে থেকে আসে, তা হলো ইসলাম ধর্ম।

আর তিনি প্রবল কণ্ঠে উচ্চস্বরে চিৎকার করে বললেন, মহা বাবলি পততি হয়েছে, পততি হয়েছে, এবং তা দৈত্যাভ্যাদরে বাসস্থান, প্রত্যকে অপবিত্র আত্মার কারাগার, এবং প্রত্যকে অপবিত্র ও ঘৃণ্য পাখি খাঁচা হয়ে উঠছে। প্রকাশিত বাক্য ১৮:২।

আধুনিক বাবলিরে তরবিধি ঐক্য তিনি প্রকার শাসনব্যবস্থাকে এবং পাশাপাশি তিনি প্রকার ধর্মকেও প্রতিনিধিত্ব করে। জাতিসংঘের ধর্ম হলো আত্মবাদ, যুক্তরাষ্ট্রের ধর্ম হলো বচিযুত প্রোটস্ট্যান্টধর্ম এবং পোপের ধর্ম হলো ক্যাথলিকধর্ম। ঐ সব ধর্মীয় মতবাদ কখনও নারীরূপে, আবার কখনও পাখিরূপে প্রতীকায়িত হয়। যুক্তরাষ্ট্রকে প্রধান রাজা রখে জাতিসংঘের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক শক্তিতে পৃথিবীর সংহাসনে পোপতন্ত্রকে বসায়। জাখারিয়ার গ্রন্থে, পোপকে প্রতীকিত করে দুটি পাখি; যাকে প্রেরিত পৌল দ্বিতীয় থসোলনিকীয় পত্রে ‘অধার্মিকি’ বলে শনাক্ত করছেন।

তখন আমার সঙুগে কথা বলছিলেন যে স্বর্গদূত, তিনি এগিয়ে এসে আমাকে বললেন, এখন তোমার চোখ তোলো এবং দেখো, যা বেরিয়ে যাচ্ছে তা কী। আমি বললাম, এটা কী? তিনি বললেন, এটা একটা এফা-পাতর, যা বেরিয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও বললেন, এটাই সমগ্র পৃথিবীতে তাদের রূপ। আর দেখে, সীসার এক তালনেট উঠিয়ে ধরা হলো; আর এফা-পাতরের মাঝখানে বসে আছে এক নারী। তিনি বললেন, এটা অধার্মিকতা। তিনি তাকে এফা-পাতরের মাঝখানে নিক্ষেপে করলেন; এবং এফা-পাতরটির মুখের উপর সীসার ভারটি চাপিয়ে দিলেন। তারপর আমি চোখ তুলে তাকলাম এবং দেখলাম, দেখে, দুই নারী বেরিয়ে এলো, আর তাদের পাখায় বাতাস ছিল; কারণ তাদের পাখা ছিল সারসের পাখার মতো; এবং তারা এফা-পাতরটি পৃথিবী ও আকাশের মাঝখানে তুলে ধরল। তখন আমি যে স্বর্গদূত আমার সঙুগে কথা বলছিলেন তাকে বললাম, এরা এফা-পাতরটি কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? তিনি আমাকে বললেন, শনিারের দশে এর জন্য একটি ঘর নির্মাণ করতে; এবং তা সেখানে প্রতীকিত হবে এবং তার নিজস্ব ভিত্তির উপর স্থাপন করা হবে। জাখারিয়া ৫:৫-১১।

এফা হলো মাপার জন্য ব্যবহৃত একটি ঝুড়ি। যে এফা (অথবা যে ঝুড়ি মাঝখানে পোপতন্ত্র বসে আছে), সটেকি যে দুই নারী স্থাপন করে, তারা দুটি গরিজা। দুটি ধর্ম বাইবেলে ‘সেই দুষ্টি’ বলে সংজ্ঞায়িত যে ধর্মটিকে নিয়ে শনিারের দশে তার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করবে। শনিার হলো বাবলিরে আরকে নাম, এবং শেষে দিনে ক্যাথলিক চার্চই মহা বাবলি।

বাবলিনে দুষ্টি নারীকে ‘স্থাপন’ করে যে দুই নারী, তাদের ‘ডানা’য় ‘বায়ু’ আছে। ওই নারীরা পাখি বটে, কারণ তাদের ‘ডানা’ আছে; এবং নারীকে স্থাপন করার তাদের যুক্তি হলো ইসলামের ‘বায়ু’, কারণ ইসলাম প্রত্যকে মানুষের হাতকে একত্র করে। যে নারীকে তোলা হয়, তিনি ১৭৯৮ সালে তাঁর প্রাণঘাতী আঘাতের পর থেকে এফার মধ্যে বন্দী ছিলেন, কারণ যে এফার মধ্যে তিনি ছিলেন, তার মুখের ওপর সীসার একটি ভারী ঢাকনা বসানো ছিল। কিন্তু নবুখদনেজাজরের উপাসনা-অনুষ্ঠানের সঙুগীত শুরু হলে, ধর্মত্যাগী প্রোটস্ট্যান্টবাদ ও স্পরিচুয়ালজিমের সেই দুই নারী সীসার সেই ভারী ঢাকনাটিকে সরিয়ে দেয়, এবং অষ্টম মাথাটিকে, যা সাতটিরই একটি, উঠিয়ে তোলে।

“আমরা যখন শেষে সংকটে উপনীত হচ্ছি, তখন প্রভুর ব্যবহৃত মাধ্যমসমূহের মধ্যে সংগতি ও ঐক্য বরাজ করা পরম গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবী ঝঞ্ঝা, যুদ্ধ ও বৈরিতায় পূর্ণ। তবুও এক প্রধান—পোপতন্ত্রকি কষমতা—এর অধীনে মানুষেরা তাঁর সাক্ষীদের ব্যক্তিতে ঈশ্বরের বরোধিতা করতে একত্রিত হব। এই ঐক্যটি মহা ধর্মত্যাগীর দ্বারাই সুদৃঢ় করা হয়। সে যখন সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধেরে জন্ম তার সহযোগীদের একত্রিত করতে সচেষ্ট হব, তখন সে সত্যের সমর্থকদেরে বভিক্ত ও ছত্রভঙ্গ করতেও কাজ করবে। ঈর্ষা, কু-সন্দেহ ও অপবাদ—কলহ ও বভিদে সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এগুলো সে প্ররোচিত করে।” Testimonies, volume 7, 182.

ত্রিমুখী জোট পোপতন্ত্রকে প্রধান হিসেবে উন্নীত করে, কারণ তারা অবাঞ্ছিত জাতিকে ধ্বংস করতে চায়।

কারণ দেখে, তোমার শত্রুরা হটে তুলছে; আর যারা তোমাকে ঘৃণা করে তারা মাথা উঁচু করেছে। তারা তোমার প্রজাদেরে বিরুদ্ধে কূটপরামর্শ করেছে, এবং তোমার রক্ষতিজনদেরে বিরুদ্ধে পরামর্শ করেছে। তারা বলছে, এসো, আমরা তাদেরকে জাতি হিসেবে মুছে ফলে, যাতে ইস্রায়েলের নাম আর স্মরণে না থাকে। গীতসংহতি ৮৩:২-৪।

একটি পাখি একটি ধর্ম, এবং রববারের আইনের "hour"-এ, যখন "মধ্যরাতের আহ্বান"-এর বার্তা প্রচারিত হচ্ছে, ঈশ্বর যেন "পূর্বের হংসর পাখি"কে ডেকে পাঠান, তা হলো ইসলাম। এই কারণেই সেই একই "hour"-এ, যখন পুনরুত্থিত মৃতরা পতাকারূপে স্বর্গে আরোহণ করে, ইসলামের "তৃতীয় হায" শীঘ্রই আসে। এই কারণেই ইশাইয়া দশম অধ্যায়ের প্রথম পদে বলেন, "অন্যায় ফরমান জারি করে এমনদেরে প্রত্যা হায।" "প্রকাশিত বাক্য"-এর "হায"গুলো ইসলাম, এবং ইসলামই সেই ঈশ্বর-নির্ধারিত বিচার, বা হাতযার, বা লাঠি (ইশাইয়া ১০:৫), যা ঈশ্বর রববারের উপাসনা আরোপ করার জন্ম যুক্তরাষ্ট্রকে শাস্তি দিতে ব্যবহার করেন।

যশাইয়ার ছেলেল্লশিতম অধ্যায় 'পূর্বদশে থেকে শিকারি পাখি'কে 'যে ব্যক্তি আমার পরামর্শ কার্যকর করে' বলে চিহ্নিত করে। ওই 'ব্যক্তি' হলো ইসলাম, এবং তাকে বলা হয়েছে 'দূরদশে থেকে', কারণ ঈশ্বর রববার পালনেরে বলবৎকরণেরে জন্ম যুক্তরাষ্ট্রকে, এবং পরবর্তীতে সমগ্র বিশ্বকেও, বিচার করার 'উদ্দেশ্য করছিলেন', যেনে তিনি অতীতে পৌত্তলকি রোমেরে কষতেরে ও প্রথম চারটি তুর্যধ্বনির সময় করছিলেন, এবং পরে পোপীয় রোমেরে কষতেরে পঞ্চম ও ষষ্ঠ 'হায' তুর্যধ্বনির মাধ্যমে করছিলেন। যশাইয়ার ছেলেল্লশিতম অধ্যায়ে তাঁর উদ্দেশ্য হলো 'পূর্বদশে থেকে শিকারি পাখি'কে ডাকা, এবং যারা তাঁর পরামর্শ ও উদ্দেশ্য বুঝতে ইচ্ছুক সেই তাঁর লোকদেরে তিনি জানান: 'প্রাচীন দিনেরে আগকোর বিষয়গুলো স্মরণ কর; কারণ আমি ঈশ্বর, আর কটে নই; আমি ঈশ্বর, আমার মতো আর কটে নই—আমি আদিতাই অন্তরে কথা ঘোষণা করি, আর প্রাচীনকাল থেকেই যসেব বিষয় এখনও হয়নি সিগেলিও; বলি, আমার পরামর্শ স্থির থাকবে, এবং আমি আমার সমস্ত ইচ্ছা সম্পন্ন করব।'

ইশাইয়ার দশম অধ্যায়ের তৃতীয় পদে, ইশাইয়া তিনিটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন লিপিবদ্ধ করেছেন:

আর পরদির্শনেরে দিনে এবং দূর থেকে যেনে বধিবংস আসবে, সেই সময়ে তোমরা কী করবে? সাহায্যেরে জন্ম তোমরা কার শরণে যাবে? আর তোমাদেরে মহিমা কোথায় রাখবে যাবে? ইশাইয়া ১০:৩।

শেষে প্রশ্নটি নির্দেশ করে যেনে গৌরবময় দশটি অধার্মকি ফরমান জারি হলে তার গৌরব হারায়। যুক্তরাষ্ট্রেরে গৌরব হলো সংবধান, যা রববারের আইন জারি হলে সম্পূর্ণরূপে

বাতলি করা হয়।

আর সংবধান জনগণকে স্বশাসনের অধিকার নশ্চিতি করে, এই শরতে যে জনগণের ভোটে নির্বাচতি প্রতিনিধিরা আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবেন। ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতাও প্রদান করা হয়েছিল; প্রত্যেকে ব্যক্তিকে তার বিবেকের নির্দেশে অনুযায়ী ঈশ্বরের উপাসনা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। প্রজাতন্ত্রবাদ ও প্রোটস্ট্যান্টবাদ জাতরি মৌলিক নীতিমালা হয়ে উঠেছিল। এই নীতিগুলিই এই জাতরি শক্তি ও সমৃদ্ধির রহস্য। মহা-বতিরক, ৪৪১।

রববারের আইনে ধুলোয় পড়ে থাকা যে গৌরব, তা সংবধানই চহ্নিতি করে।

যে জাতরি জন্য ঈশ্বর অলৌকিকভাবে কাজ করছেন, এবং যার উপর তিনি সর্বশক্তিমিত্তার ঢাল বিস্তার করছেন, সেই জাত যখন প্রোটস্ট্যান্ট নীতিমালা ত্যাগ করে এবং তার আইনসভা মাধ্যমে ধর্মীয় স্বাধীনতা সীমিত করতে রোমানবাদের প্রতীপ্রশ্রয় ও সমর্থন দেয়, তখন ঈশ্বর তাঁর নিজের শক্তিতে তাঁর সত্যনিষ্ঠ লোকদের জন্য কাজ করবেন। রোমের অত্যাচার চলবে, কিন্তু খ্রিস্টই আমাদের আশ্রয়। পরচারকদের উদ্দেশে সাক্ষ্যসমূহ, ২০৬।

ইশাইয়ার "অধার্মিকি ফরমান"—যা রববারের আইন—এ যুক্তরাষ্ট্রের গৌরব লুপ্ত হয়, এবং তা ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে জাতসিংঘে পলায়ন করে ইশাইয়ার দ্বিতীয় প্রশ্নের অবলিম্ববে উত্তর দেয়; প্রকাশতি বাক্যের সতরেো অধ্যায়ে বর্ণতি দশ-রাজা জোটেরে কাছে তৃতীয় "হায়"—এ ইসলামের আকরমণ মোকাবেলায় সাহায্য নেওয়ার জন্য। তিনটি প্রশ্নের মধ্যে প্রথমটি রববারের আইনের ধ্বংসযজ্ঞের প্রক্বেষাপটকে চহ্নিতি করে, যা যুক্তরাষ্ট্রকে তার পরবর্তী কাজ শুরু করতে প্ররোচতি করে—সমস্ত বিশ্বকে গরিজা ও রাষ্ট্রের সংমশ্রিণ গ্রহণে বাধ্য করা; যার প্রতরূপ হলো জাতসিংঘ ও ক্যাথলিক গরিজার ঐক্য, যখনে পোপ এই অপবতির সম্পরকরে নিয়ন্ত্রণে থাকেন। সে ধ্বংসযজ্ঞকে "পরদিরশনের দিন" বলে অভিহিতি করে। এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বাস্তবতা নবুখদনজোরের স্বর্ণমূর্তির উৎসর্গ-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে দানয়িলেরে তৃতীয় অধ্যায় চালয়িে যাব।

নবুখদনজোর ও বেলশাস্সারের ইতিহাসে ঈশ্বর আজকের মানুষদের উদ্দেশে কথা বলেন। আজ পৃথিবীর অধিবাসীদের ওপর যে দণ্ডাদশে নমে আসবে, তা আলোর প্রত্যাখ্যানের কারণেই হবে। বিচারে আমাদের দণ্ডাদশে হবে না এই কারণে যে আমরা ভ্রান্ততি জীবন কাটিয়েছি, বরং হবে এই কারণে যে আমরা সত্য আবেষ্কারেরে জন্য স্বর্ণপূরতি সুযোগসমূহকে উপক্বেষা করছি। সত্যেরে সঙ্গে পরিচিতি হওয়ার উপায় সবার নাগালেরে মধ্যেই রয়েছে; কিন্তু ভোগবলিসী, স্বার্থপর রাজার মতো আমরাও কানে মধুর শোনায়ে, চোখকে আনন্দ দেয়, রসনাকে তৃপ্ত করে—এমন বিষয়গুলিকেই মনেরে সমৃদ্ধি আনে এমন বিষয়গুলোর, অর্থাৎ সত্যেরে ঈশ্বরকি ধনভাণ্ডারেরে, চয়ে বশে গিরুব্ব দাই। সত্যেরে মাধ্যমেই আমরা মহাপ্রশ্নটির উত্তর দতিে পারি—'উদ্ধার পতে আমাকে কী করতে হবে?' বাইবেলে ইকো, ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।